শ্রীশ্রীব্রজানন্দ

ভজন-রত্নমালা

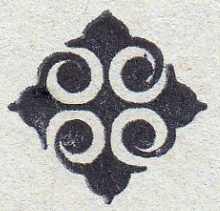

প্রকাশক :

শ্রীমৎ গোবিন্দানন্দ

বুড়াশিব রমনা, ঢাকা।

শিবোঽহম্ শিবোঽহম্ শিবোঽহম্

শ্রীশ্রীস্বামী ব্রজানন্দ

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ

জয় ব্রজানন্দ হরে

অর্ঘ্যম্

নিত্যং পূর্ণং পরমাত্মরূপম্
নিরঞ্জনং তং দেবাদিদেবম্।
যোগিজনবাঞ্ছিতং পরমার্থপ্রদম্
ভজামি ব্রজানন্দ পদারবিন্দম্ ॥ ১

লম্বোদরং তং শ্যামতনুধরম্
জানুলম্বিত বর্ত্তুল যুগ্মকরম্।
দয়ানিধিং সাধুজনৈক গতিম্
ভজামি ব্রজানন্দ পদারবিন্দম্ ॥ ২

ভবভীতি হরণং ভবরোগ নাশনম্
ত্রিতাপ দহনং কলুষ শোষণম্।
অভীষ্ট দাতারং শঙ্কট ত্রাতারম্
ভজামি ব্রজানন্দ পদারবিন্দম্ ॥ ৩

চন্দন চর্চ্চিত প্রশস্ত ভালম্
বক্ষঃ বিলম্বিত কুসুম হারম্।
কটীবাস শোভিতং সিদ্ধাসনস্থম্
স্মরামি ব্রজানন্দ পদারবিন্দম্ ॥ ৪

বরাভয় করং প্রেমাশ্রু নেত্রম্
পতিতোদ্ধারে ভুশমাদ্রছিত্তম্।
করুণাবতারং শিশোরিব স্বভাবম্
স্মরামি ব্রজানন্দ পদারবিন্দম্ ॥ ৫

ধর্ম্মার্থ কামান্ সদাবিতরণম্
ভক্তভক্তানাং ভবতীতি হরম্।
শরণাগতানাং শরণং পুণ্যম্
স্মরামি ব্রজানন্দ পদারবিন্দম্ ॥ ৬
হরিকথা কীর্ত্তনে সুমধুর কণ্ঠম্
হরিকথা শ্রবণে পুলকিতমঙ্গম্।
হরিগুণ মননে নিশ্চল দেহম্
নমামি ব্রজানন্দ পদারবিন্দম্ ॥ ৭
শিবোঽহং শিবোঽহং চিরং কূজন্তম্
মহতো মহীয়ান্ গতোঽসি শিবত্বম্।
প্রফুল্ল বদনং ব্রজরাজ তুল্যম্
নমামি ব্রজানন্দ পদারবিন্দম্ ॥ ৮
নাহং জানে তব মহিমানম্
ক্ষমস্ব কৃপায়া মমাপরাধম্।
নিত্যং ভজামি স্মরামি নিত্যম্
নমানি ব্রজানন্দ পদারবিন্দম্ ॥ ৯

শ্রীশ্রীশিবচতুর্দ্দশী, শ্রীশ্রীচরণ কৃপাপ্রার্থী—
৺বুড়া শিবধাম, রমনা, ঢাকা ১৩৪৫—দীনাতিদীন, 'কুমার' বরিশাল।

॥ লীলা পরিচয় ॥

(১)

(তুমি) পাপীর জন্য অবতীর্ণ
ধন্য ব্রজানন্দ আমার
এবার ধন্য অবতার।

যে দিন শেষের দিনে—
সে লীলা সাঙ্গ হয়
শ্রীক্ষেত্রে সংকীর্ত্তনে—
মহাভাবে ভাবময়
মিশিলে জগন্নাথে
ভক্তরা পাগল প্রায়
সবার সে কি হাহাকার।

(৩)

আবির্ভূত হয়ে পুনঃ
বলিলে ভক্তগণে
শ্রীধাম শ্রীক্ষেত্র হ'তে
পুনঃ যে ঈশান কোণে
করিবে প্রেমের লীলা
যত সব ভক্তগণে
সময় যে গো হ'ল তার।
তোমার শেষের লীলা
করিতে তাই এবার
এসেছে ব্রজের চাঁদ
ব্রজানন্দ আমার,
সে চাঁদে জগৎ আলো
(মনরে) খুলে দে মনের দ্বার
এবার যাবে অন্ধকার ॥

বুড়া শিবধাম
রমনা ঢাকা।
২০শে আষাঢ় ১৩৩৯ বাং

জয় ব্রজানন্দ হরে

মানুষ হয়ে বসে আছ, জীবে চিনে না
ধরা দিলে না, ধরা দিলে না, জীবে চিনে না।
হে ব্রজানন্দ বুড়াশিব, জীবে জানে না।
একুল ওকুল দুকুল খেয়ে, জ্ঞানের প্রদীপ জ্বেলে নিয়ে
শিব হয়ে বসে আছ, জীবে চিনে না।
ভক্তির ছড়া ছড়িয়ে দিয়ে জীবের মন টেনে নিয়ে
বাঁশী হাতে বসে আছ, জীবে চিনে না।
অগাসুরা, বগাসুরা, কংস আর শিশু ছোড়া
বীর দর্পে কুরুক্ষেত্রে, অসুর কুল ধ্বংস করে
গোপীর প্রেমে লাথি খেয়ে রাজা হয়ে বসে আছ
মনে পড়ে না।
জীবের মঙ্গল তরে, অবতীর্ণ শিবধামে,
ভক্তি বিশ্বাস বিলিয়ে দিচ্ছ জীবে বুঝে না।

তুলসী

ওঁ শিবায় নমঃ

সাজাবো তরে সাজাবো তরে
অতি যতন করে
মোহনবাঁশী মোহনচূড়া ব্রজানন্দ হরে॥
তুলসীর হার দিব তোর গলে
চন্দন চরচিত দিব ভালে,
রত্নে বিভূষিত কুণ্ডল করণে
শিরে জটাজুট ব্রজানন্দ হরে॥

চরণে দিব তোর রাঙ্গা ফুল ঢেলে
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম দিব তোর করে,
নূপুর বাঁধিয়া দিব প্রেমেরি ডোরে
রুনু ঝুনু রুনু ঝুনু নাচাবো তোরে
নাচাবো তোরে নাচাবো তোরে কাল রাখাল বেশে
মোহনবাঁশী মোহনচূড়া ব্রজানন্দ হরে ॥
তুলসী আর গঙ্গা জলে পুষ্প আর বিল্বদলে
পূজিলে কি তোমায় মিলে অশ্রুজলে
না ভিজালে চরণ তোমার।
রাঙ্গা চরণে আত্মবলি দিয়ে
রেণু হয়ে থাকিব চরণ 'পরে,
সাজাবো তোরে মনের মতন করে
মোহনবাঁশী মোহনচূড়া ব্রজানন্দ হরে ॥

সেবকানুসেবক—তুলসী।

যোগ বলে বলীয়ান ব্রহ্মানন্দময়
তপঃ আয়ত্ত যাঁর সাধন চতুষ্টয়।
দ্বন্দের অতীত যিনি স্থাণুর সমান,
রোধিয়া ইন্দ্রিয়দ্বার করেন ধেয়ান।
পুণ্যধাম মুখরিত শিবোহম্ রবে
শান্তিধারা বিতরিয়া নরনারী সবে
যত্র জীব তত্র শিব ভেদ নাহি জ্ঞান,
আপনি আচরি ধর্ম্ম অপরে শিখান ॥

বিষয়ে নির্লিপ্ত তবু রত পরহিতে
সংসার ত্রিতাপ দগ্ধ জীবে শান্তি দিতে।
ধর্ম্ম সংস্থাপন অর্থে এই পুণ্য ভূমে
অবতীর্ণ হয়েছেন যেন ধরাধামে ॥
অশিব করিয়া নাশ শিবের সমান
সতত করেন রক্ষা এই শিব-স্থান ॥

তোমারই চির আদরের
'সুখেন্দু'

সমর্পণ

এবার ১৩৩৭ সনে ১লা বৈশাখ বলে।
হেমন্তকে সঁপে দিলাম তোমার চরণ তলে ॥
ব্রজানন্দ নামটি হলো
অকারণে লাগলো ভালো
লাগলো ভালো,
পথিক আমায় পথ ভুলালো
সেই নয়নের জলে।
আজকে ঘরের পথ হারালেম তোমার পথের ছলে।
তুমি শুধু সুখ তুলে চাও বলুক যে যা বলে ॥

বিনীত—
গোবিন্দানন্দ
বুড়াশিব—রমনা, ঢাকা।

৺বুড়াশিব মঠাধীশ শ্রীশ্রীস্বামীজীর তত্ত্বমসির উপদেশটি সংসারে দুঃখ নিবারণের একমাত্র উপায়স্বরূপ বিবেচনা করিয়া লোকহিতায় প্রকাশ করিলাম।

ভৈরবী—একতালা

বল সবে মিলি প্রেমানন্দে মাতি
"তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্য।
সংসারের দুঃখ নাশিবে যদ্যপি
কর তবে ঐ পদে লক্ষ্য।
ভজ ব্রজানন্দং ভজ ব্রজানন্দং
ভজ ব্রজানন্দং মূঢ়মতে।

শুন মন দিয়া আমারি বচন
ত্বং পদ কাকে বলে ;
নও জড় দেহ ত্বং অথবা তুমি
বলি এই জনস্থলে
ভজ ব্রজানন্দং ভজ ব্রজানন্দং
ভজ ব্রজানন্দং মূঢ়মতে ॥

দেহ তব স্থূল কৃশ, হ্রস্ব, দীর্ঘ
তুমি নও কভু তাই ;
দেহের ব্রাহ্মণ শূদ্র আদি জাতি
আত্মার ত জাতি নাই।
ভজ ব্রজানন্দং ভজ ব্রজানন্দং
ভজ ব্রজানন্দং মূঢ়মতে ॥

ঘটাদির ন্যায় দেহ তব গ্রাহ্য
সদা অচেতন রয় ;
আত্মা যে গ্রাহক চৈতন্যময় শুধু
এই ত অনুভূত হয়।
ভজ ব্রজানন্দং ভজ ব্রজানন্দং
ভজ ব্রজানন্দং মূঢ়মতে ॥

আমারই দেহ বলে সবে মিলি
আমিই ত দেহ বলে না ;
পৃথক গ্রাহ্য দেহ গ্রাহক আত্মাতে
কভু জড় দেহ তুমি না।
ভজ ব্রজানন্দং ভজ ব্রজানন্দং
ভজ ব্রজানন্দং মূঢ়মতে ॥

আত্মা কভু নয় ইন্দ্রিয় সকল
কার্য্য সাধনে যন্ত্রমাত্র ;
কেমনে গণিবে এই তব আত্মা
খোঁজে এরা আপন স্বার্থ।
ভজ ব্রজানন্দং ভজ ব্রজানন্দং
ভজ ব্রজানন্দং মূঢ়মতে ॥

সব বলে শুনি চক্ষুরাদি মন
চক্ষুরাদি নই আমি ;
তাই গ্রাহ্য দেহ গ্রাহক আত্মাতে
ভিন্ন সদা মনে গণি।
ভজ ব্রজানন্দং ভজ ব্রজানন্দং
ভজ ব্রজানন্দ মূঢ়মতে ॥

স্বপনে মোদের থাকে অস্তিজ্ঞান
থাকে না জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের ;
ইন্দ্রিয়াদি তাই ঘটাদিরই তুল্য
আত্মত্ব নাই ইহাদের ।
ভজ ব্রজানন্দং ভজ ব্রজানন্দং
ভজ ব্রজানন্দং মূঢ়মতে ॥

অন্তঃকরণ বৃত্তি মন তেমনই
কভু আত্মা বা তুমি না ;
ইন্দ্রিয়াদির ন্যায় মনটিও তাই
সাধন যন্ত্র বই কিছু না ।
ভজ ব্রজানন্দং ভজ ব্রজানন্দং
ভজ ব্রজানন্দং মূঢ়মতে ॥

কখনও মোরা বলি এই কথা
ছিল ডুবি মন বিষয়ে ;
দেখিয়াও আমি দেখি নাই তাহা
কে রাখিল মোরে ভুলায়ে ।
ভজ ব্রজানন্দং ভজ ব্রজানন্দং
ভজ ব্রজানন্দং মূঢ়মতে ॥

তাইত এখনি বুঝিতে হইবে
পৃথক আত্মা মনেতে ;
সুষুপ্তির কালে আত্মা পড়ি থাকে
মন থাকে না দেহেতে ।
ভজ ব্রজানন্দং ভজ ব্রজানন্দং
ভজ ব্রজানন্দং মূঢ়মতে ॥

তাই বলি আমি দেখহে বিচারি
নয়ত এক আত্মা মন ;
জ্ঞানী যে জন ভ্রমেও কখন
ভুলে না কভু এ বচন।
ভজ ব্রজানন্দং ভজ ব্রজানন্দং
ভজ ব্রজানন্দং মূঢ়মতে ॥

হয় স্থিরীকৃত বুদ্ধির আত্মত্ব
নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি এই ;
মনেরি মত সবে বলি মোরা
ছিল ডুবি বুদ্ধি বিষয়ে ঐ
ভজ ব্রজানন্দং ভজ ব্রজানন্দং
ভজ ব্রজানন্দং মূঢ়মতে ॥

সুষুপ্তির কালে আত্মা থাকে দেহে
বুদ্ধি কভু ত থাকে না ;
বুদ্ধিও তাই ইন্দ্রিয়াদির ন্যায়
যন্ত্রবই আর কিছু না।
ভজ ব্রজানন্দং ভজ ব্রজানন্দং
ভজ ব্রজানন্দং মূঢ়মতে ॥

ত্যজ অহং জ্ঞান বুদ্ধিতেও তুমি
পাছে যা থাকিবে শেষ ;
সেই হও তুমি নির্বন্ধ নির্ম্মুক্ত
মনোবাক্যের অগোচর।
ভজ ব্রজানন্দং ভজ ব্রজানন্দং
ভজ ব্রজানন্দং মূঢ়মতে ॥

কদাপি না হয় তব এই আত্মা
অহঙ্কারের সমকক্ষ ;
করিলে প্রয়োগ "কৃ" ধাতুর ক্রিয়া
ঘুচি যাবে তব ঐ লক্ষ্য ।
ভজ ব্রজানন্দং ভজ ব্রজানন্দং
ভজ ব্রজানন্দং মূঢ়মতে ॥

প্রাণ নয় কভু আত্মা এই ভবে
মম প্রাণ সবায় বলে ;
কদাপি না কহে প্রাণ হই আমি
প্রমাণে তাহাই ফলে ।
ভজ ব্রজানন্দং ভজ ব্রজানন্দং
ভজ ব্রজানন্দং মূঢ়মতে ॥

তাই দেহ মন ইন্দ্রিয়াদি যত
আত্মারই ব্যাপার মাত্র ;
নাই স্বতন্ত্রতা সত্বায় তাদের
নাই ত কভু ভিন্ন গোত্র ।
ভজ ব্রজানন্দং ভজ ব্রজানন্দং
ভজ ব্রজানন্দং মূঢ়মতে ॥

"তত্ত্বমসি" বাক্যে ত্বং পদ হ'তে
লক্ষিছে এই জীব আত্মা ;
দেহ মন প্রাণ বুদ্ধি অহংকার
এদেরই অতীত তাহা ।
ভজ ব্রজানন্দং ভজ ব্রজানন্দং
ভজ ব্রজানন্দং মূঢ়মতে ॥

এই মহাবাক্যে তৎপদ দ্বারা
বুঝিবে সেই পরম আত্মা ;
এইরূপে "তত্ত্বমে" জীবে পরমে
সূচিত হয় একাত্মতা ।
ভজ ব্রজানন্দং ভজ ব্রজানন্দং
ভজ ব্রজানন্দং মূঢ়মতে ॥
সেই তুমি হও জানিয়া নিশ্চয়
উল্লঙ্ঘ সংসার দুঃখ ।
আমি মারিলাম বা মারিল আমায়
কেন কর বৃথা শোক ।
ভজ ব্রজানন্দং ভজ ব্রজানন্দং
ভজ ব্রজানন্দং মূঢ়মতে ॥

বিনীত—শ্রীকৃষ্ণধন দাস (পঞ্চমী ঘাট)

(কালেংরা মিশ্র একতালা)

সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পর ব্রহ্ম যাহা ।
শুন শুন ওহে জীব তোমরাই তাহ ॥
অজ্ঞান আবরণে শুধু প্রচ্ছন্ন হইয়া ।
জীবরূপে রহিয়াছে প্রকাশ হইয়া ॥
শুক্তি যথা ভ্রমে প্রকাশ রজত রূপে ।
তোমরাও তেমনি প্রকাশ জীব রূপে ॥
ভ্রমবশে জীবরূপে নিজেকে জানিয়া ।
রহিয়াছ জন্ম মৃত্যুর অধীন হইয়া ॥

পুনঃ পুনঃ আসা যাওয়া করিয়াছ সার।
ভ্রমিতেছ নানা যোনি সবে বার বার ॥
চাহ যদি ফাঁকি দিতে যমেরে এবার।
ভক্তি যুক্ত হয়ে শুন বচন আমার ॥
আমার আদর্শ এই "শিবোহম্" নাম।
নিরন্তর জপি সবে যাও মোক্ষধাম ॥
অবিদ্যাকে কর সবে এইরূপে নাশ।
জীবে শিবে ঐক্য হবে স্বরূপ প্রকাশ ॥
লভিবে নির্ব্বাণ পদ নাহিক সংশয়।
ভাবেতে ভাবনা সিদ্ধি জানিবে নিশ্চয় ॥
জীব ভাবে থেকে থেকে পেলে জীব ভাব।
শিব শিব বলে পুনঃ কর মুক্তি লাভ ॥
রাম রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল মন দিয়া।
তোমরাও রাম কৃষ্ণ যাইবে হইয়া ॥
ইহাই যে সাধনার মূল তত্ত্ব হয়।
ইহা ভিন্ন সাধনাটি অন্য কিছু নয় ॥
স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিষয় হইতে।
মনটিকে নিয়ে হয় বিমুখী করিতে ॥
বিষয়াভিমুখী বৃত্তি করি ব্রহ্মমুখী।
সদানন্দ লভি জীব হয়ে যায় সুখী ॥
যমুনা বহিল যেমন উজান সতত।
গোপীদের ভজনাও ছিল সেই মত ॥
রাম কৃষ্ণ দেবও যে গেছেন বলিয়া।
বৃত্তিগুলির মোর শুধু দেও ঘুরাইয়া ॥

এই সাধনায় হলে আত্ম দরশন।
পরমাত্মার সঙ্গে হয় একাত্ম মিলন॥
আত্ম সাক্ষাৎকারকেই বলে জীবন মুক্তি।
আর এক নাম তার ব্রজানন্দ প্রাপ্তি॥

রেবতী—আমিরাবাদ।

পিলু—একতালা

চরণে নূপুর—বাজিছে মধুর,
ঠমকে ঠমকে নাচে।
ব্রজানন্দ হরি সে ব্রজ বিহারি,
হৃদয় পটে রাজে।
রূপ মনোহর মূরতি সুন্দর,
শিবোহম ধ্বনি করে।
পতিতে তারিতে ঢাকা নগরীতে,
সন্ন্যাসীর বেশ ধরে।
প্রেমে ঢল ঢল আঁখি ছল ছল,
ব্রজানন্দ বলে নাচে।
ভক্তগণ সঙ্গে নাচে নানা রঙ্গে,
প্রেম আকুল হয়ে যাচে।
(কিবা) শান্ত সুশীল মুরতি সুন্দর,
সদাই ভাবেতে ভোলা।
ভূভার হরিতে এলে অবনীতে,
লইয়ে পারের ভেলা।

(কিবা) বিভূতি ভূষিত ললাটে শোভিত,
গৈরিক বাস অঙ্গে শোভে।
দেখিতে সুন্দর অতি মনোহর,
ভক্ত জন মন লোভে।
পূর্ণ ব্রহ্ম তুমি, ব্রজানন্দ হরি,
পাবে তব নামে মুক্তি।
দিয়ে দরশন চুরি করি মন,
শিখায়ে দেও প্রেম ভক্তি।
(আজি) পূর্ণিমার রাতে ভক্তগণ সাথে,
লীলা করিবেন ভগবান।
ঝুলন দোলায় দুলাব তোমায়,
সঁপে দিয়ে মন প্রাণ।
বুড়াশিব ধামে ব্রজানন্দ নামে,
বিরাজিছ ভগবান।
ডোর কৌপিনধারী, ব্রজানন্দ হরি
করিছ আপন মহিমা গান।
তুমি নারায়ণ—দেব নিরঞ্জন
আগম নিগম সার।
তুমি চরাচর সাগর ভূধর
তুমি সর্ব মূলাধার।
কমণ্ডলুধারী ব্রজানন্দ হরি ;
শুভ্র বিমল কান্তি।
ত্রিতাপ নাশিছ ফুঁকারে কহিছ
শান্তি ! শান্তি !! শান্তি !!!

নীশিকান্ত,—বড়িশাল

বাউলের সুর—একতালা

ভগবানটা চোখের সামনে তাঁরে চিন্‌তে পারলাম না।

তাঁরে চিন্‌তে পারলাম না,
তাঁরে জান্‌তে পারলাম না,
তাঁরে বুঝতে পারলাম না,
তাঁরে ধরতে পারলাম না ॥

না চিনালে চিনব কিসে, না জানালে জানব কিসে,
ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা বিনে কিছুই হবার না।
প্রাণে যদি চাইত চিন্‌তে, চিনা দিত সে আমাকে,
চায় না প্রাণে তাঁরে চিন্‌তে কেমনে দিবে চিনা ;
ঠিক ঠিক ভাবে চাইলে পরে চিনা দিত সে আমারে,
চাওয়ার মতন চাওয়া আমার কিছুই যে হচ্ছে না।
তাঁরে বলে আছি বা কৈ, কর্ত্তাবাবু সেজে রই,
তাই যে আমার কোন কাজ ছুঁইয়ে তিনি দেখেন না।
মূলে কিন্তু সেই করে, বুঝি না তা মায়ার ফেরে
এই লক্ষ্যটা হয়ে গেলেই কিছুতে আর পায় না।
ব্যাকুলতা নাইক মোটে, জাগবে কিসে হৃদয় পটে।
মুখের কথায় মিলত যদি কেউত বাকি রইত না।
ব্যাকুলতা প্রাণে যার জেগে ওঠে অনিবার,
সে বিনে যে কেউ আর তাঁর দেখা পায় না।
ওটি হলেই সব হয়, কৃপা ভিন্ন হবার নয়,
কৃপার ভিখারী হয়ে কররে মন প্রার্থনা।

দেখা দেও দেখা দেও, ধরা দেও, ধরা দেও,
ঘুরাঘুরি করে আমায় যাতনা আর দিও না।
বল ব্রজানন্দ নাম পূর্ণ হবে মনস্কাম,
নাম বিনে যে কেহ, কভু তাঁহার দেখা পায় না।

রেবতী— আমিরাবাদ

শ্রীমৎ স্বামী ব্রজানন্দ সরস্বতী গুরুদেব চরণে প্রার্থনা

নবীন বরষে মনের হরষে
পরমেশ তব চরণে,
আশা চিরকাল কাটে যেন কাল
(ঐ) রাতুল চরণ শরণে।
এ নব বরষে পিতা পরমেশে
নব ভাবে সাজে সাজিয়ে,
মানস কুসুম ঢালি অনুপম
যাচি পদে আজি মজিয়ে।
(যেন) কর্ম্মময় ভবে নর-নারী সবে
অবসর সদা লভিয়ে,
(করি) তব নাম গান জুজায় পরাণ
হরষিত মনে বসিয়ে।
(মম) আর কিছু নাই এই ভিক্ষা চাই
শক্তি নাহি স্তুতি করিতে,

(আমি) যে দিকে যখন ফিরাই নয়ন
তব রূপ পাই হেরিতে।
যত মহাজন (তব) করুণাভাজন
(আমি) অভাজন আছি পড়িয়ে,
করি কৃপা দান হের ভগবান
পাপ তাপ নাশ করিয়ে।
(তব) অপরূপ রূপ ওহে বিশ্বভূপ
বিরূপ হ'য়ো না অধমে,
পদে এ মিনতি মোর বিশ্বপতি
(বড়) যাতনা পেতেছি মরমে।
পূর্ণ ব্রহ্ম তুমি ব্রজানন্দ স্বামী
কৃপা কর নিজ গুণে,
যেন তব নাম স্মরি মুক্ত হ'তে পারি
এই ভিক্ষা তব চরণে।

১লা বৈশাখ, ১৩৩৩ সন। সুবর্ণপ্রভা
রাজফুলবাড়ীয়া, ঢাকা।

বসন্তবাহার—একতালা

আওত মুরারী ব্রজানন্দ হরি,
শিবোহম্ ধ্বনি করিরে।
হৃদয় দোলে ব্রজানন্দ দোলে,
সন্ন্যাসীর বেশ ধররে।

গাওত মিলি ব্রজ আনন্দে,
সঙ্গে নিয়ে সব ভক্ত বৃন্দে।
লপট ঝপট খেলতে হোলী,
ত্রিভঙ্গিমা ঠামে ঢলেরে।
শচীন, জরিয়াটুলী—ঢাকা

পিলু—মিশ্র একতালা

বাহিরে তোমারে খুঁজিয়া খুঁজিয়া,
ক্লান্ত চরণে আজ।
ফিরিয়া দেখিনু হৃদয় আসনে,
আমারি হৃদয় রাজ।
কত যুগ হ'তে আমার লাগিয়া,
চাহিয়া পথের পানে।
ওপথে যেও না ফিরে এসো বলে,
ডেকেছ ব্যাকুল প্রাণে।
কত ভালবাস এতো কাছে আছ,
তুমি যে আমার আমি।
মোহ-মদিরার বিভোরতা মোরে,
বুঝিতে দেয়নি স্বামি।
অসীম অনন্ত হে শিব সুন্দর,
আনন্দ সুধার খনি।
ব্রজানন্দ-হৃদয় বিহারী,
আমার পরশমণি।

ভ্রান্তি কালিমা হইল বিলয়,
বিমল চরণ পরশে।
আমার মাঝারে পাইয়া তোমারে,
পূর্ণ মিলন হরষে।

শিব-প্রিয়া—কাশী।

খাম্বাজ—একতালা

হে রস স্বরূপে তুমি মধুর,
মধুর হতেও মধুময়।
তোমারি স্বরূপ কে বলিয়া দিত,
যদি না লইতে দেহাশ্রয়।
হাড় মাংস মোরা দেখিতে আসি নাই,
তোমারি এ দেহ দেবালয়।
এ মন্দিরে সদা জাগ্রত দেবতা,
আপন স্বরূপ করিয়া লয়।
জিজ্ঞাসু আমরা তাই ছুটে আসি,
তোমারি মন্দির দুয়ারে।
এ মন্দিরে মোদের আছে প্রয়োজন,
ব্রজানন্দ পাই মন্দিরে।

শিব-প্রিয়া—কাশী

পূরবী—একতালা

পূজার সামগ্রী মোর,
প্রণাম নয়ন জল
তাই আনিয়াছি দেব
ধোয়াতে চরণতল।
তোমাকে দিবার মত,
আমার কিছুই নাই।
কায় মন প্রাণে শুধু,
তোমারি হইতে চাই।
সর্বক্ষণ পাইতেছি,
ব্রজানন্দ-আশীর্বাদ।
সর্বাঙ্গ লুটায়ে করি,
চরণেতে প্রণিপাত।

শিব-প্রিয়া—কাশী

মিশ্র-পূরবী—তাল আড়াঠেকা

পূর্ণ করিয়াছ দিয়ে,
অসীম কৃপা করুণা।
কত না ভাবে পাইয়া তোমারে,
হারায়ে ফেলেছি আপনা।
কখন বা দেখি বিশ্ব ব্যাপিয়া,
শ্রীগুরু-ব্রজানন্দ-ভাসে।

তাহারি অঙ্গুলী চালনে বিশ্ব,
ছন্দে ছন্দে নাচে।
কখন বা দেখি আচার্য্য শঙ্কর,
জ্ঞান গরিমা মণ্ডিত।
কখন বা দেখি স্নেহময় পিতা,
সন্তান-কল্যাণে রত।
কখন বা দেখি শিশুর মত,
সুবিমল-হাসি বদনে।
কখন বা দেখি আমাদের সখা,
প্রীতির উৎস নয়নে।
কখন বা দেখি আমাতেই তুমি,
অভেদ আনন্দে ডুবিয়া যাই।
কি দিয়ে পূজিব, কি বলে ডাকিব,
আমার বলিতে কিছুই নাই।

শিব-প্রিয়া—কাশী

মিশ্র-খাম্বাজ—তাল যৎ

তোমারই চরণ রেণু,
তোমারই আছি আমি।
মাঝে দেহ আবরণ,
কেন ফেলিয়াছ স্বামি।

মোহ-মলিনতা ঘোরে,
তুমি আছ ভুলে যাই।
তোমারে ভুলিয়ে গিয়ে,
ক্ষণিকের হ'তে চাই।
তাহাতেই এই যাতনা,
এই দুঃখ হাহাকার।
কবে গো লভিব তব,
ব্রজানন্দ—রস-স্বাদ।
কত ভুল করিয়াছে,
অভিমানী ঘটাকাশে।
ভুল ভেঙ্গে কবে দেব ?
মিশিবে সে মহাকাশে।

শিব-প্রিয়া—কাশী

মিশ্র-ভৈরবী—তাল আদ্ধা

শাস্ত্রে ও পুরাণে চিরদিন প্রভু
শুনেছি তোমার মহিমা,
ভক্তাধীন তুমি ব্রজানন্দ স্বামী
ভক্তই তোমার গরিমা।
প্রাণে প্রাণে তাহা অনুভব করি—
আনন্দে হয়েছি মগনা

হৃদয়ের তারে তোমারে বলিয়া,
বাজিছে রাগিণী ঝঙ্কারে।
দুই ভাব সদা ভুল হয়ে যায়—
চলিতে পারি না বিচারে
ভাবগ্রাহি তুমি হৃদয়ের ভাব
সতত আমার বুঝিয়া,
সকল সংশয় করিরা ছিন্ন
চরণে রাখিও টানিয়া।

শিব-প্রিয়া—কাশী

বাউলের সুর—তাল-যৎ

তুমি যে রাজার রাজা,
তুমি হে বিশ্বের বিভু।
কোন্ উপচার দিয়ে,
তোমারে পূজিব প্রভু।
হৃদয় কুটীরে মোর,
জ্বালি অনুরাগ বাতি।
নীরবে চাহিয়া রব,
জাগিয়া সারা রাতি। (প্রভু)
তোমার পবিত্র নাম,
হৃদয় বীণার তার।

ঝঙ্কারে গাইবে শুধু
ব্রজানন্দ—রসসার। (প্রভু)
করুণ রাগিণী মোর,
শ্রবণে পশিলে হরি।
তখন পারের ঘাটে,
লইয়া আসিবে তরি। (প্রভু)

শিব-প্রিয়া—কাশী

ভৈরবী—একতালা

জাগরে জাগরে জাগরে মন ব্রজানন্দ হরে হরে।
বল ব্রজানন্দ নাম, বলরে অবিরাম কলুষ যাইবে দূরে।
ব্রজানন্দ হরি, ভবের কাণ্ডারী পতিতে পার করেন কৃপা করে।
সময় থাকিতে চল ভব পারে বল ব্রজানন্দ হরে হরে।
বল ব্রজানন্দ নাম, চল ব্রজানন্দ ধাম সংসার বাসনা ছেড়ে।
জয় জয় ব্রজানন্দ চিন্ময় পরমানন্দ চৈতন্য চিদানন্দ
পর ব্রহ্ম হরে।
শ্রীগুরু ব্রজানন্দ, নমো নারায়ণ, সন্ন্যাসী জগৎ গুরু,
গাও সমস্বরে।

শচীন—জরিয়াটুলী, ঢাকা।

শ্রীশ্রীমৎ ব্রজানন্দ স্বামীর
ভোগ আরতি ভজন

(১)

(ভজ) ব্রজানন্দ ব্রজানন্দ ব্রজানন্দ হরি,
রাধাকৃষ্ণ একাধারে হের নয়ন ভরি।
ভজরে ভজরে মন ভজ ব্রজানন্দ,
জয় শম্ভু জয় শম্ভু বল শ্রীরাধাগোবিন্দ।
বৈঠল বৈঠল ঠাকুর বৈঠল ভোজনে,
মাইরা আনে নানা দ্রব্য হরষিত মনে।
বেত অগ্র, ভাজা বড়া, বেগুন কালিয়া,
ছিম পাতরী, ডাল রস', শুক্‌ত রাঁধিয়া ;
দধি দুগ্ধ ছানাবড়া খাইতে খাইতে—
মিষ্টানের বাটী (প্রভু) নিল নিজ হাতে।
খাস্তা লুচি খাজা গজা রুটি আর পরটা
রসগোল্লা রসকদম্ব সন্দেশ ও মণ্ডা।
সেবা অন্তে ব্রজানন্দ আচমন করিল,
চারু মাই চারু মাই বলে ফুকারি উঠিল।
হুড়াহুড়ি করে সবে মাইরা আসিল।
নগ্ন শিশু পিছে পড়ে কাঁদিতে লাগিল।
একে একে ব্রজানন্দ প্রসাদ বিতরিল,
প্রসাদ নিয়ে ভক্তেরা সব দণ্ডবৎ করিল।
ভজরে ভজরে মন ভজ ব্রজানন্দ
কাঙ্গাল বেশে অবতীর্ণ শ্রীরাধাগোবিন্দ।

(২)

হে ব্রজানন্দ পরমানন্দ
এস হে মম ধ্যানে,
এস হে মর্মে সকল কর্মে সকল চিন্ত-জ্ঞানে
এস হে সুখে এস হে দুঃখে
এস প্রিয়তম আমার বুকে।
জীবন-স্বামী এস হে তুমি আমার ভজন গানে
ভকতিহীন শকতিহীন সুকৃতিহীন আমি
কেমনে পূজিব রাতুল চরণ
বল না জগত স্বামী।
এস হে দয়াল দীনবন্ধু বরষি প্রাণে প্রেমবিন্দু
এস আমার পাগল করা
এস হে মরুভূ প্রাণে ॥

(৩)

ছন্দে ছন্দে প্রেমানন্দে
গাও রে ব্রজানন্দ নাম।
নিত্য শুদ্ধ স্নিগ্ধ দীপ্ত
লও রে ঐ নাম অবিরাম।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা
ঐ নামেতে আপনহারা,
বনের পাখী সুধায় ডাকি
কোথায় গিরিধারী শ্যাম।

দূর হউক মোহ সংশয় আজ
জাগিয়া উঠুক হৃদয়ের মাঝ
গোলোকবিহারী ব্রজানন্দ হরি
ভুবন ভুলান ঠাম।

৪)

গোলোক হ'তে ব্রজানন্দ উদয় বুড়াশিবধামে
জ্ঞান-ভক্তি-কর্মযোগে শিখাইতে ভক্তগণে।
জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া কুটস্থভেদে জাগায় প্রাণে
চিন্ময়রূপে দেখায় ভক্তে জ্ঞানচক্ষু উন্মিলনে।
নিয়তং কুরু কর্মানি শিক্ষা দিতে জীবগণে
সদায় শিব শিব বলে ভক্তি-বিহ্বল নিজ নামে
জ্ঞান কর্ম ভক্তি সুধায় প্রসাদ মেখে মনে প্রাণে
জীব তরাইতে দয়াল ঠাকুর দেন সব ভক্ত জনে।

(৫)

কে বলে নাম ব্রজানন্দ ভিন্ন তারকব্রহ্ম হ'তে
জ্ঞানচক্ষে দেখেছি আমি অভেদ আত্মা উভয়েতে
ব্রজানন্দ হেরলে শ্রীগোবিন্দ মনে পড়ে
হিংসার আধার যাহার হৃদয় সে সেইরূপ দেখতে নারে
অনুমানে শ্রীগোবিন্দ বর্তমানে ব্রজানন্দ—
দ্বিজ বরদা তাই ব্রজানন্দের চরণযুগ ধরে মাথে।

(৬)

এস জগজ্জন কলিযুগে কর সবে সহজ সাধন
এবার এসেছ ব্রজের হরি প্রাণ ভরে কর সবে দরশন।

পূজা-আচ্‌রা ধ্যান-ধারণা যাগ-যজ্ঞ উপাসনা—
সকলি মায়ার ছলনা কোন কিছুর নাহি প্রয়োজন।
নব যুগের নব অবতার কলির জীব করিতে উদ্ধার—
তাই কাঙ্গাল বেশে অবতীর্ণ শ্রীক্ষেত্রের ঈশান কোণ।
ঢাকা বুড়াশিবধাম চিরপরিচিত পবিত্র নাম—
এবার পূর্ণভাবে হয়ে উদয় করে শিবহহম্ নাম উচ্চারণ
যাঁরে বল শ্রীগোবিন্দ সেই প্রভুই এবার অবতীর্ণ
নাম ধরেছেন ব্রজানন্দ আনন্দে কর পূজা।
জগজ্জীব পাপে মগ্ন হেরে দয়াল ব্রজানন্দ—
করিবে সব জীব চৈতন্য নব গায়ত্রী করে প্রদান।
পঞ্চভাবে রসিক যারা পঞ্চ ভাবেই ভাবে তারা—
প্রভু বর্তমানে দিবে ধরা, কর মধুর রসের আস্বাদন।
অনুমান সব ছেড়ে দিয়ে বর্তমানে দেখ চেয়ে,
এবার ভাব তাঁরে সখ্যভাবে কর প্রেমানন্দে আলিঙ্গন।
যার যেভাব আছে চিতে ভাব তাঁরে মনে প্রাণে,
হ'লে ভাবেতে ভাবনা সিদ্ধি রবে না আর ভেদজ্ঞান।
প্রভুর সেবা পূজা দর্শন, কর প্রসাদ গ্রহণ
ঘুচে যাবে ভব বন্ধন, অচিরে পাবে নির্বাণ।
সন্ধ্যা পূজা যতই কর, যতই মালা জপ কর,
মিলবে না নির্বাণ পদ, সবই হবে অকারণ।
এবার বিশ্বাস ভক্তি দৃঢ় কর সেই ব্রজের হরি জ্ঞান,
নেত্রে হের, মনপ্রাণ ঐক্য কর একনিষ্ঠাতে হবে মিলন।
তরবি যদি ভব সাগর, ছাড় তবে অসার সংসার
এবার শরণ লও ব্রজানন্দের চরণ, কেবল মুক্তিক্ষেত্র
—ঐ রাঙ্গা চরণ।

লুটের ভজন

লুট পড়লো লুট পড়লো
লুট পড়লো রে।
ব্রজানন্দের প্রেমের হাটে
লুট পড়লো রে।
ভক্তবৃন্দ যত ছিল ছুটে এলো রে
ব্রজানন্দের প্রেমের হাটে মিলিলোরে।
নামের সন্দেশ নামের চিনি
লুট পড়লো রে
রসিক যারা ছিল তারা লুটে নিলো রে।
চিনির মুণ্ডা ফুল বাতাসা
লুট পড়লো রে
ভক্তবৃন্দ যত ছিল লুটে নিলো রে।
পাপী তাপী যত ছিল
উদ্ধারিল রে
কারো কারো ভাগ্য দোষে পড়ে রইল রে।
প্রেমানন্দে বল সবে ব্রজানন্দ হরে
যাবে যদি ব্রজধামে ছুটে এস রে॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ